Cosmo School

শ্রেণি: অষ্টম

বিষয়: বাংলা ১ম পত্র

ভাব ও কাজ

কর্মে শক্তি আনয়নের উদ্দেশ্যে লেখক 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে বলেছেন। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের লেখক কাজী নজরুল ইসলাম ভাব ও কাজের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে বলেছেন যে মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য ভাবকে জাগিয়ে তুলতে হবে। কিন্তু তার আগে সমস্ত কাজের বন্দোবস্ত করে রাখতে হবে।

আত্মার শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হলে নিজের বুদ্ধি ও কর্মশক্তিকে জাগাতে হবে। তাহলে কর্মশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দেশকে উন্নতি ও মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে।

লেখক ভাবকে পুষ্পবিহীন সৌরভ বলেছেন, যা অবাস্তব উচ্ছ্বাস মাত্র। কিন্তু কাজ জিনিসটা সম্পূর্ণরূপে বস্তু জগতের, যা ভাবকে কাজের দাস হিসেবে নিয়োগ দান করে।

মানুষের কল্যাণের জন্য, মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবের বাঁশি বাজিয়ে জনগণকে জাগিয়ে তুলতে হবে। কিন্তু তার আগে কার্যক্ষেত্র প্রস্তুত রাখতে হবে। তা না হলে তারা জেগে উঠে উপযুক্ত কাজ বা দায়িত্ব না পেলে আবার ঘুমিয়ে পড়বে এবং তখন ভাবের বাঁশি বাজিয়ে জাগানোর চেষ্টা করলেও জাগানো যাবে না।

দেশকে উন্নতি ও মুক্তির পথে এগিয়ে নিতে হলে কোমর বেঁধে কাজে নেমে পড়তে হবে এবং নামবার আগে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে কাজের ইতিবাচক ফল সম্পর্কে জানতে হবে। কাজের সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার কথা আগে ভেবে কাজে নামলে ব্যক্তির উৎসাহ অনর্থক নষ্ট হয় না।

কল্পলোকের জগৎ থেকে বাস্তবতা ভিন্ন এক জগৎ, যেখানে বড় হতে হলে পরিশ্রমের বিকল্প নেই। তাই লেখকও দেশের উন্নতি, মুক্তি ও মানুষের কল্যাণের জন্য ভাবের সঙ্গে বাস্তবধর্মী কাজে তত্‌পর হওয়ার দিকটি নির্দেশ করেছেন।

'কল্পনার জগতে হাবুডুবু না খেয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক' বলেই লেখক বাস্তবধর্মী কাজে তত্‌পর হওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন।

'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের লেখক দেখিয়েছেন, ভাব ও কাজের পার্থক্য আসমান-জমিনের মতো। কাজ হলো মানুষকে কব্জায় বা আয়ত্তে আনার জন্য তার সবচেয়ে কোমল জায়গায় ছোঁয়া দিয়ে তাকে মাতিয়ে তুলে ইতিবাচক কাজের জন্য তৈরি করা।

ভাব পুষ্পবিহীন সৌরভের মতো অবাস্তব উচ্ছ্বাস বলে এটা দিয়ে মহৎ কিছু অর্জন করা যায় না। তারপর কর্মশক্তি ও সঠিক উদ্যোগের দরকার হয়।

যথাযথ পরিকল্পনা ও কাজের স্পৃহার অভাবে যেকোনো মহৎ উদ্যোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই দেশের উন্নতি, মুক্তি ও মানুষের কল্যাণের জন্য ভাবের সঙ্গে বাস্তবধর্মী কর্মে সম্পৃক্ত হতে হবে।

শিক্ষার দ্বারা নিজের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে সঠিক কর্মানুশীলনের মাধ্যমে মানুষকে বড় হতে হবে।
'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে ভাব ও কাজের পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে ভাবের অশেষ গুরুত্ব রয়েছে; কিন্তু শুধু ভাবাবেগকে সম্বল করে জীবনে সাফল্য লাভ করা যায় না। লেখক তাই ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণে রেখে কর্মে তৎপর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

মানুষের কল্প-জগতের সঙ্গে বাস্তবতার ব্যবধান নির্দেশ করা হয়েছে। কল্পনার জগতে মানুষ নিজেকে নানারূপে সাজিয়ে তুলতে পারে; কিন্তু বাস্তবে তা হতে গেলে অধ্যবসয়ের বিকল্প নেই। শুধু কল্পনার জগতে বিচরণ করলে জীবনের আসল উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। কর্মের গুণেই জীবন মহীয়ান হয়।